R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জমি চাষ কি সমস্যা?
একই জমি থেকে একাধিকবার ফসল তুলতে খরা ও বর্ষায় স্ব-নির্ভর চাষের জন্য ট্রাকটর দিয়ে চাষ করুন।
এতে পয়সা ও সময় দুয়েরই সাশ্রয় হবে।
ট্রাকটর, পাম্পসেট ভাড়া ও বিভিন্ন সারের জন্য যোগাযোগ করুন।
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
অজয় এগ্রো সার্ভিস সেন্টার
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

৬২শ বর্ষ | ১৯" সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
১লা অক্টোবর, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

রাক্ষুসে খাল মানুষ খাচ্ছে ফি সন

সত্যনারায়ণ ভকত : সাগরদীঘি থানার উত্তরাঞ্চলে সীমানা বরাবর প্রবাহিত শাখানদী ভাগীরথী থেকে যে খালটি গাদী হয়ে আজিমগঞ্জের বড়নগরে গিয়ে আবার মিশেছে ভাগীরথীর সঙ্গে, সেই খালটি কান্তনগর গ্রামের কাছে পঞ্চমুখী হয়ে রাক্ষুসে মূর্তি ধারণ করেছে। ঠিক এই জায়গাটায় সে মানুষ খাচ্ছে, গরু-মোষ খাচ্ছে ফি সন। এবার এখানে পার হতে গিয়ে ডুবে মরেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার রঘুনাথপুর গ্রামের কালু দাস (৫৫), সাগরদীঘি থানার সাহেবনগর গ্রামের এক কিশোর এবং এক জোড়া বলদ। গতবারও একজন লোক মারা গিয়েছিল এই রাক্ষুসে খালে ডুবে।

এখানে সে বিখ্যাত হয়েছে উপ্লাই বিল নামে। গ্রামের লোকে আদর করে ডাকে গাদির ডাঁরা বলে। এখানে নৌকো আছে মাত্র একটি। ওতে করেই পার হতে হয় চল্লিশ-পঞ্চাশটি গ্রামের হাজার হাজার লোককে। তার উপর আছে প্রতিবেশী থানা লালগোলা ও রঘুনাথগঞ্জের সঙ্গে চাষ-আবাদ ও বাণিজ্যিক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভাঙ্গন দেখে মুখ্যমন্ত্রী চিন্তিত

বিশেষ প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী গত ২১ সেপ্টেম্বর হেলিকপটার থেকে জঙ্গিপুর মহকুমার ভাঙ্গন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আতঙ্কিত হয়েছেন। পাট্টা বিতরণী সভায় তিনি নিজেই আশঙ্কার কথা জানিয়ে বলেন, গঙ্গা ডান দিকে বাঁক নেওয়ার চেষ্টা করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ফিডার ক্যানেল, ভাগীরথী ও গঙ্গা মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যেতে পারে, জাতীয় সড়কও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভাঙ্গন-কবলিত ধুলিয়ান শহরের অবস্থা গুরুতর, আমার ভয় হচ্ছে ধুলিয়ানের জন্য। প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রকে জানাবো এবং রাজ্য থেকেও যাতে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গৃহীত হয় তার ব্যবস্থা করবো।

সাগরদীঘিতে টি বি চেষ্ট ক্লিনিক : নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি যুবনেতা রবীন্দ্র পণ্ডিত এক প্রশ্নের উত্তরে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে, সাগরদীঘি প্রাথমিক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জরিপ বিভাগ ভূমি সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি : জরিপ ও ভূমি সংস্কারের কাজে অগ্রগতি এবং সমন্বয় সাধনের জন্য অনতিবিলম্বে সেটল্‌মেনট বা জরিপ বিভাগ ভূমি সংস্কার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে। আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে এই মর্মে এক সারকুলার রাজ্যের ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে এসে পৌঁচেছে।

খবরে প্রকাশ পেয়েছে, ব্লক স্তরে প্রতিটি অধঃস্তন ভূমি সংস্কার (জে এল আর ও) আধিকারিকের অফিসে একজন করে উর্ধ্বতন ভূমি সংস্কার (এস এল আর ও) আধিকারিক এবং একজন করে কানুনগো (কে জি ও) থাকবেন। তাঁদেরকে সাহায্য করবেন করণিকরা। সেজন্যে প্রত্যেক অফিসে করণিকের ব্যবস্থাও করা হবে। মহকুমা স্তরে জরিগ ও ভূমি সংস্কারের কাজ একীকরণ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রঘুনাথগঞ্জ কংগ্রেসে বিরোধ এখনও মেটেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ যে এখনও মেটেনি তা প্রদেশ যুবকংগ্রেস সভাপতি সুদীপ ব্যানারজি নিজের চোখে দেখে গিয়েছেন। মরমে পশেছে তাঁর সেই বিরোধ-ব্যথা ভাষণ দিয়ে দুই জায়গায়।

সম্প্রতি জঙ্গিপুর পুরভবনে জঙ্গিপুর মহকুমা ছাত্রপরিষদ ও যুবকংগ্রেস আয়োজিত এক যুব-ছাত্র কনভেনসনে এসে সুদীপবাবুকে বিবাদীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে হয়েছে নিজেদের গণ্ডগোল মিটিয়ে নিতে। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কার্যসূচীর রূপায়ণের জন্য ঐক্য গড়ে তুলতেই হবে। সেদিন সুদীপবাবুর সঙ্গে আর যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রপরিষদের সহ-সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, ছাত্র নেতৃবৃন্দ অতনু মুখারজি, তমাল দে, শ্যামল ব্যানারজি, বীরেন মহান্তির নাম উল্লেখযোগ্য। কনভেনসনে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার ছিল না, তবে স্থানীয় জনৈক ছাত্র-পরিষদ মুখপাত্র জানিয়েছেন, উপস্থিত নেতারা সেদিন জরুরী অবস্থা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফোন - অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

অতিথি নিয়ন্ত্রণ

'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ থাকিবে' নিমন্ত্রণ পত্রের বহু পরিচিত এই লাইনটি অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ হইবার পর হইতে এতকাল শুধুমাত্র নিমন্ত্রণ-পত্রেই শোভা পাইত। মানিতেন না কেহই। নিমন্ত্রণপত্র ছাপাইলেন ৪০০, লোক খাওয়াইলেন ৬০০, আর পত্রে লিখিয়া দিলেন ওই লাইনটি—এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। কিন্তু এখন হইতে এই প্রহসন আর চলিবে না। রাজ্য সরকার কঠোর আইন প্রণয়ন করিয়া ইহা বন্ধে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাহা অবশ্যই সুখের বিষয়।

খাদ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ বলিয়াছেন, অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন নূতন ব্যাপার নহে। কিন্তু এই আইন কার্যকর করার ব্যাপারে এতকাল নজর রাখা হইত না। এবারে আর তাহা হইবে না। আইনের কিছু ফাঁক থাকায় অনেকেই সেই ফাঁক দিয়া বাহির হইতেন, এবারে যাহাতে তাহা না হয় সেইজন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইয়াছে। অতিথি নিয়ন্ত্রণ বিধি অনুযায়ী বিবাহ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে ২৫ জনের বেশী লোককে ভাত, লুচি, ছানা, ক্ষীর ইত্যাদি খাওয়ানো চলিবে না। বিবাহ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এই খাবার খাওয়ানো চলিবে ৫০ জনকে। ভাত, ছানা, ক্ষীর ছাড়া মাছ, মাংস খাওয়ানো চলিবে ১০০ জনকে পর্যন্ত। তাহার বেশী অতিথি হইলেই শুধু চা ও ঠাণ্ডা পানীয় ছাড়া অন্য কিছু চলিবে না। এই আইন প্রযুক্ত হইবে হোটেল, ক্লাব, রেঁস্তোরা এবং কেটারিং এর ক্ষেত্রেও। ব্যতিক্রম হইবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কোন অনুষ্ঠানে, বিদেশী দূতাবাসের অনুষ্ঠানে এবং মন্দির, মসজিদ, চার্চ, গীর্জা ও গুরুদ্বার প্রভৃতি ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রসাদ ইত্যাদি বিতরণের ক্ষেত্রে।

রাজ্য সরকার কলিকাতা, পশ্চিম-বঙ্গের পূর্ণ রেশন অঞ্চল ও প্রত্যেকটি পুর এলাকায় অতিথি নিয়ন্ত্রণ আদেশ কঠোরভাবে প্রয়োগের আদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক থানায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে নিমন্ত্রণ বাড়ীগুলির উপর নজর রাখিতে। কোথাও অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন ভাঙার খবর পাইলেই দুপুরের দিকে সে বাড়ীতে হানা দিতে এবং তেমন ক্ষেত্রে হাতে-নাতে রান্না করা খাবার বাজেয়াপ্ত করিয়া আমন্ত্রণকারীকে গ্রেপ্তার করিতে। অতএব সাধু সাবধান।

অলক্ষ্যে

সকালের রোদ এসে পড়েছিলো ঘরে। খুকুমণি বিছানাপত্র ঠিক ক'রে আলনা গোছাতে লাগলো। একটু বেলা হয়ে গেছে। এ কদিনই বেলা হয়ে যাচ্ছে মা চলে যাবার পর থেকে। খুকুমণির মনে হলো, মা মাসীর বাড়ী থেকে এলে বাঁচি বাব্বা; জানলার পর্দ্দাটা ঠিক ক'রে খুকুমণি ঘর ছেড়ে বেরুবার মুখে বাপির সঙ্গে ধাক্কা। বাপি কি যেন বলতে বলতে আসছিলেন, খুকুমণিকে দেখে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, এ তোরই কাজ, আমি ঠিকই জানি, কোথায় রেখেছিস বল্, মনে করে দেখ্। খুকুমণি এতোগুলো কথা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না, বাপিকে মনে হলো কেমন অদ্ভুত আর অচেনা। খুকুমণি বললো,

: কি হয়েছে?

: টাকাটা রাখলাম আর উড়ে গেলো? তুমি—

: কোথায় কোন ড্রয়ারে না ফাইলে রেখেছো খুঁজে দেখো না,

: ইয়ার্কি নাকি? একশো টাকার দাম জানিস্?

: তা আমি কি নিয়েছি নাকি? খুকুমণি সোজা উদ্ধত দাঁড়ালো বাপির চোখে চোখ রেখে।

: আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ, অফিসও বন্ধ, তুই কোথাও রেখেছিস্ নাকি মনে করে ছাখ্।

: আমি দেখিনি।

খুকুমণি রান্নাঘরে ঢুকলো। কোমরে আঁচোল জড়িয়ে অনভ্যস্ত ভঙ্গীমায় খুকুমণি রান্না করছে আর শুনছে বাপির একটানা বকবক আর খুকুমণির মনে একটা রাগ আর দুঃখ ফেনিয়ে উঠছে। খুকুমণি মনে মনে বললো, মা কালি তুমি যদি সত্যি হও তাহলে এক্ষুণি বার করে দাও টাকা। আমি কি চোর নাকি?

স্নান খাওয়া কিছুই করলো না, বাপিকে আর ছোট তিনজনকে খাইয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো খুকুমণি। বেলা গড়াচ্ছে. রাস্তায় লোকজন কম, পরিষ্কার রোদে ঝিমাচ্ছে দুপুর। খুকুমণি হাঁটতে লাগলো। হাঁটবার সময় প্রবল জলোচ্ছাসের মতো খুকুমণির মনে হতে লাগলো ও কি ক'রে এসেছে ঘরে। ও ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে ঠাকুর ঘরে ঢুকেছিলো, আস্তে কিন্তু দৃঢ় পায়ে এগিয়েছিলো মা কালির দিকে, আর তারপর প্রচণ্ড এক ঘুসিতে ভেঙে ফেলেছে মা কালিকে। মা কালি টাকা বার করে দেয়নি। অনেক জটিল অনুভূতির সঙ্গে একটা দুঃখ ক্রমশঃ বিবশ করে দিচ্ছে ওকে, অবসাদ গ্রাস করছে খুকুমণিকে।

খুকুমণি গঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শ্মশানে এলো। শ্মশান অশ্বত্থ গাছের জায়গা। সাধুবাবা থাকেন তপোবনের মতো বেড়া দেওয়া সংসারে, উঠানে অজস্র ফুল, ভিতরে সাধুবাবার সাত মেয়ে। খুকুমণি একটু ঘুরলো এধার ওধার, তারপর হাত বাড়িয়ে বেড়ার ওপাশ থেকে ফুল তুললো। হাত যখন প্রায় ভরে এসেছে তখন সাত বোনের তিন চারজনকে দেখা গেল বারান্দায়, ফুল ছিঁড়লে কেন?

: বাবা রে বাবা, এইকটা ফুল ছিঁড়লাম তো কি হলো? তারপর বাকি আরো তিন চার বোন সকলে সমস্বরে ঝগড়া করলো খুকুমণির সাথে। খুকুমণি বললো, বেশ করেছি ছিঁড়েছি।

খুকুমণি এ পাশে চলে এলো। একটা পাগলাটে খ্যাপা বসে আছে হাসি হাসি মুখ করে। একটা চিতা নিবে গেছে, অশ্বত্থ গাছ পত্রালী ধ্বনিতে উজ্জ্বল; উজ্জ্বল শেষ দুপুর। কিন্তু খ্যাপাটা চোখ নাচিয়ে হাসছে আর বলছে, ফুল ছিঁড়লে কেন? ফুল কি ছিঁড়তে হয়? ফুলতো গাছে থাকে। এক ঝট্‌কায় ফুলগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলো খুকুমণি, অসহ্য লাগলো। একটু ঘুরে বারান্দার ওপাশে পা ঝুলিয়ে বসে খুকুমণি দেখলো খ্যাপাটা তখনও মৃদু মৃদু হাসছে। খুকুমণি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, ফুল ছিঁড়লাম তো কি হলো? তোমার কালি মায়ের হাতে ফুল থাকে না? খ্যাপাটা উত্তর দিলো, তাহলে মা ফুলগুলো ফেলে দিলো কেন? খুকুমণি এক মুহূর্ত অবাক হলো, ফুলগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে এলো, তখন শুনলো ভরাট গলায় খ্যাপা বলছে, তুই-ই তো ক্ষেপী কালি রে, তুই তো—

— সুধন্য

ভয়ানক ছত্র প্রীতি

জঙ্গিপুর, ২০ সেপ্টেম্বর—অতঃপর জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ছত্র-প্রীতি রোগ সংক্রামিত হয়েছে। টিপ্পনী ছাড়া কোন টীকা পারবে না এ রোগ সারাতে। অবশ্য সকল শিক্ষকের নয়, মাত্র কয়েকজনের। ছাত্ররা ছাতা নিয়ে ক্লাসে গেলে এঁরা ছড়ির পরিবর্তে তাদের ছাতা দিয়ে তাদেরই পেটান। এতে ছাতার ক্ষতি হয়, শিক বেঁকায়, কাপড় ছেঁড়ে। অর্থদণ্ড দিতে হয় অভিভাবকদের। এটা হিসাব-বহির্ভূত অলিখিত বাড়তি এক বোঝা অভিভাবকদের কাছে। ছাত্ররা পোড়ে, জলে ভেজে, তবু ছাতা নিয়ে যেতে ভয় পায়। তবে সে ভয় মারের নয়, ছাতা ছেঁড়ার। শিক্ষকদের এহেন ছত্র-প্রীতিতে ছাত্ররা নাজেহাল হয় ক'বার দেখুন: (১) ছাতা না নিয়ে যেতে চাইলে রোদে বা বৃষ্টিতে অসুখ করতে পারে এই আশংকায় আতঙ্কিত অভিভাবকদের কাছে (২) ছাতা নিয়ে স্কুলে গেলে ছাতার মার শিক্ষকদের কাছে (৩) ছাতা দিয়ে মারতে বারণ করলে আর এক দফা মার শিক্ষকের কাছে এবং (৪) মার খেয়ে ছেঁড়া ছাতা নিয়ে বাড়ী ফিরে আর একদফা অভিভাবকের হাতে। জনৈক ক্ষতিগ্রস্ত অভিভাবকের দাবি: অবিলম্বে ভয়ানক এই ছত্র-প্রীতি বন্ধ করে ছড়ি চালু হোক।

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ

অন্যান্যবারের মতো এবারও পূজার আগে উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে। পত্রিকার মূল্য গত-বারের মতো দুই টাকাই রাখা হয়েছে। আমাদের বাৎসরিক গ্রাহকদের জন্য দেড় টাকা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। কাগজ সংকটে সীমিত সংখ্যক পত্রিকা ছাপান হচ্ছে। যাঁরা নিতে ইচ্ছুক তাঁরা এখনই যোগাযোগ করুন।

সংলাপে বিজয়িনী রতনমণি রায় চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ২১ সেপ্টেম্বর সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষে বহরমপুরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লালবাগ থেকে গোরাবাজার ঘাট পর্যন্ত এগার কিমির প্রমীলা সাঁতারে বিজয়িনী, ত্রিপুরা অ্যামেচার সুইমিং এ্যাসোর রতনমণি রায় চৌধুরী সাংবাদিকদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কাটান। সেই সময় জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে।

প্রঃ—আপনি কি পড়াশোনা করেন? করলে কোথায়?

উঃ—আমি ত্রিপুরা উইমেনস্ কলেজের প্রথম বিভাগের ছাত্রী।

প্রঃ—আপনি কতদিন থেকে সাঁতার প্র্যাকটিস করছেন?

উঃ—ছোটবেলা থেকেই।

প্রঃ—সাঁতারের মূল অনুপ্রেরণা পেলেন কার কাছ থেকে?

উঃ—আমার সাঁতার-গুরু দুলাল দত্তের কাছ থেকে।

প্রঃ—আপনি প্র্যাকটিস করেন কোথায়?

উঃ—আমার বাসভূমি উদরপুরে (ত্রিপুরা)।

প্রঃ—ফ্রি ষ্টাইল সাঁতার ছাড়া অন্য ধরনের সাঁতার জানেন কি?

উঃ—অন্য ধরনের সাঁতার জানলেও ফ্রি ষ্টাইলে আমি বেশী অভ্যস্ত।

প্রঃ—১১ কিমি পথ অতিক্রম করতে যে সময় নিয়েছেন তা কমানো যেতো না কি?

উঃ—অবশ্যই কমানো যেতো। তবে সমকক্ষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বিনী না থাকায় সেটা হয়নি।

প্রঃ—এই সাঁতারে আপনার কোন অসুবিধা হয়েছে কি?

উঃ—না। স্বাভাবিকভাবেই এগিয়েছি।

প্রঃ—টেকনিক্যাল বিষয়ে অভিজ্ঞতা কতদূর?

উঃ—সাঁতারের টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কে আমি অভিজ্ঞ নই।

প্রঃ—এতে আপনার কোন অসুবিধা হয় না?

উঃ—হয়। তবে কি করবো, উন্নত শিক্ষাকেন্দ্র তো আমাদের নাই।

প্রঃ—ভারতের মহিলাদের সাঁতারের মান সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উঃ—আগের থেকে আশাপ্রদ হলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে। আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

সাংবাদিক ঃ (হাসতে হাসতে) আজ আপনার রতনমণি নাম সার্থক হ'ল কি বলেন!

রতনমণি মাথা নীচু করে সলজ্জভাবে হাসতে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে সাংবাদিকরাও।

জনান্তিকে

জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর জনান্তিকে জানিয়েছেন, ৫০নং ফরাক্কা, ৫১নং অরঙ্গাবাদ, ৫২নং সুতী, ৫৩নং সাগরদীঘি ও ৫৪নং জঙ্গিপুর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সূচীসমেত উক্ত তালিকার একটি প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিলিপি জঙ্গিপুর এস ডি ও অফিস এবং সংশ্লিষ্ট বি ডি ও অফিসে ২৪ অকটোবর পর্যন্ত পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাবে।

এম আর ডিলার সাসপেনড

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ সেপটেমবর—একজন রেশন কারডধারীকে প্রতারণার অভিযোগে সম্প্রতি সুতী থানার বহুতালী অঞ্চলের বৈষ্ণবডাঙ্গা গ্রামসভার সংশোধিত রেশন ডিলার মহঃ একতেখার হোসেনকে সাসপেনড করা হয়েছে। তিন মাইল দূরের গ্রাম কাদুয়াতে গিয়ে রেশন তুলতে গ্রামবাসীদের ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে বলে জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কাছে তাঁরা বিকল্প সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

রবীন্দ্র পণ্ডিত জেলা যুবকংগ্রেসের সহ-সভাপতি হচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ও যুব কংগ্রেস নেতা রবীন্দ্র পণ্ডিত অতঃপর জেলা যুবকংগ্রেসের সহ-সভাপতি হতে চলেছেন। প্রদেশ যুবকংগ্রেসসূত্রে এই কথা জানা গেছে। অন্যান্যদের নাম এখনও জানা যায়নি। তাঁর উদ্যোগে সাগরদীঘিতে আই এন টি ইউ সি'র একটি বিড়ি শ্রমিক শাখা সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যে সেখানে কৃষক কংগ্রেসের শাখা গড়ে তোলা হবে বলে খবর পাওয়া গেছে।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, ১৬ ও ২৩ সেপটেমবর ফরাক্কা ও আহিরণে আই এন টি ইউ সি'র দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আহিরণের সভায় এন এল সি সি গঠনের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। এ ছাড়াও ২১ সেপটেমবর ডাকবাংলোয় ছাত্রপরিষদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমীপে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের সমস্যা-সমাধান সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

রোগ নির্ণয় আলোচনা চক্র

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ সেপটেমবর—গতকাল স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাঃ রমাপতি চ্যাটার্জির সভাপতিত্বে মুর্শিদাবাদ জেলা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় থেরাপিও টিকস্-এর মূল্যায়ন' বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। থেরাপিও টিকস্ বা রোগ নির্ণয়ের এই আলোচনা চক্রে স্থানীয় ও জেলার বহু চিকিৎসক অংশ গ্রহণ করেন।

কীর্ত্তন অনুষ্ঠান

নি সং, রঘুনাথগঞ্জ ঃ অন্যান্য বছরের মত এবারও হরিদাসনগর কমলকুঞ্জ ভবনে ডাঃ হরিদাস নাথ ও কমলকুমারী নাথের মহাপ্রয়াণ তিথি উপলক্ষে আগামী ৫ অকটোবর সন্ধ্যা সাতটায় এক পালা কীর্ত্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে কীর্ত্তন পরিবেশন করবেন বেতার শিল্পী হরিদাস কর ও সম্প্রদায়।

কর্ম্মখালি

বড়শিমুল জুনিয়ার হাই স্কুলের একজন পিয়নের জন্য আবেদন পত্র ১/১০/৭৫ হইতে ৮/১০/৭৫ তারিখ পর্যন্ত চাওয়া হইতেছে। স্কুলের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আবেদন পত্র জমা দিতে হইবে।

সকল প্রকার ঔষধের জন্য

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন নং : আর, জি, জি ১৯

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

খেতে ভাল ফোন—২৩

★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি

★রেখা বিড়ি

ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্

ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

ট্রানজিট গোডাউন

ডালকোলা (ফোন—৩৫)

বিড়ির সেরা

অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি

মুর্শিদাবাদ

বিড়ি ফ্যাক্টরী

ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

রাক্ষুসে খাল মানুষ খাচ্ছে ফি সন (১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্পর্ক। তাও চলে এই খাল দিয়ে, চালায় মাত্র ওই একটি নৌকো। লালগোলা থেকে রঘুনাথগঞ্জ থানার শেষ সীমা বীরেন্দ্র-নগর হয়ে এই খাল পার হয়ে হাজার হাজার মানুষ আসেন সাগর-দীঘির হাটে, সাগরদীঘির মাঠে। এখান থেকে কেউ গরু-মোষ নিয়ে, কেউ ধান নিয়ে, কেউ পণ্য নিয়ে আবার ফিরে যান স্বগ্রামে। মাঝপথে পার হতে হয় এই খাল, ধকল সামলাতে হয় ওই একটি নৌকোকে। সারি সারি গরুর গাড়ি ও মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় খাল পার হওয়ার জন্য। যেমন ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের আগে এল সি টি ঘাট পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হত সারি সারি লরিকে। ঠিক তেমনই, অথবা তার চেয়েও বেশী। যাঁরা সবুর সইতে না পেরে সাঁতরে পার হবার চেষ্টা করেন তাঁরা আর ওঠেন না। গরু-মোষেরও একই হাল হয়।

আর একটি বিশেষ গুণ আছে এই খালের। এর জল কোন-দিন শুকায় না। অনেকটা যেন যাদুতে দেখা 'ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া'র মত। ভরা বর্ষায় গাদী দিয়ে ভাগীরথীর বন্যার জল উপ্লাই খাল মারফৎ আজিমগঞ্জের বিনোদ নালায় গিয়ে পড়ে। ভাগীরথীর জলস্তর যখন নামতে থাকে তখন আবার ফিরে আসে বিনোদ নালার জল এই খালে। কাজেই জল থাকে বার মাস, নৌকোর প্রয়োজনও পুরো বছর। আর এভাবে জলপ্রবাহের জন্য খালটি বর্ষায় পশ্চিম থেকে পূর্ববাহিনী এবং শীতে দক্ষিণ থেকে উত্তর বাহিনী। এখন ফরাক্কার জলে ভাগীরথীর মত এই খালও ভরে থাকবে কাণায় কাণায়।

এর একটা বিহিত করার জন্য আজ পঁচিশ বছর ধরে অনেক আবেদন জানানো হয়েছে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ওপরমহলে। কোন ফল হয়নি। অনেক প্রাণ বলি হয়েছে মানুষের, অনেক গরীব চাষীর গরু-মোষের। বাঁধ তৈরী করে দিতে না পারলে এ সমস্যা মিটবে না। দ্রুত ব্যবস্থা হিসেবে আপাততঃ ফেরী নৌকোর সংখ্যা বাড়ালেও চলবে। এখন সারা দেশে জরুরী অবস্থা চলছে। সরকার গ্রামের মানুষের জন্য অনেক কর্মসূচী নিয়েছেন। গ্রাম-বাসীরা বলছেন, সাগরদীঘি থানার চিরন্তন এই সমস্যা সমাধানে জরুরী ভিত্তিক কোন পরিকল্পনা নিয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে।

বিরোধ এখনও মেটেনি (১ম পৃষ্ঠার পর)

ও বিশ দফা অর্থ-নৈতিক কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেছেন।

অবশ্য সুদীপবাবুকে সেদিন বিবদমান দুই পক্ষের মুখ রাখার জন্য ভাষণ দিতে হয়েছে দু'জায়গায়। প্রথমটি পুরভবনের পাশে যুব কংগ্রেসের জমায়েতের পথসভায়, দ্বিতীয়টি পুরভবনের দোতলায় ছাত্রপরিষদের মূল জমায়েতে। এবং এই ঘটনাই জনসমক্ষে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বিরোধ ছিল, বিরোধ আছে এবং বিরোধ জীইয়ে রাখাই রঘুনাথগঞ্জ কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভূমি সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক মহকুমা সদরে একজন করে সাব-ডিভিসনাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হবে। এই সংযুক্তিকরণ ব্যবস্থা কার্যকর হলে জরিপ, খাস জমি উদ্ধার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারের সুবিধা হবে এবং ভূমিহীন কৃষিজীবী ও সাধারণ লোকেরা উপকৃত হবেন। ফরাক্কায় নির্ভরযোগ্যসূত্রে এ খবর পাওয়া গিয়েছে।

সাগরদীঘিতে টি বি চেষ্ট ক্লিনিক (১ম পৃষ্ঠার পর)

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনতিবিলম্বে একটি টি বি চেষ্ট ক্লিনিক স্থাপনের জন্য চেষ্টা চলছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এ জন্য রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আশা করা যাচ্ছে, শিগগিরই এই ক্লিনিক সরকারী অনুদান ও অনুমোদন লাভ করতে সক্ষম হবে।

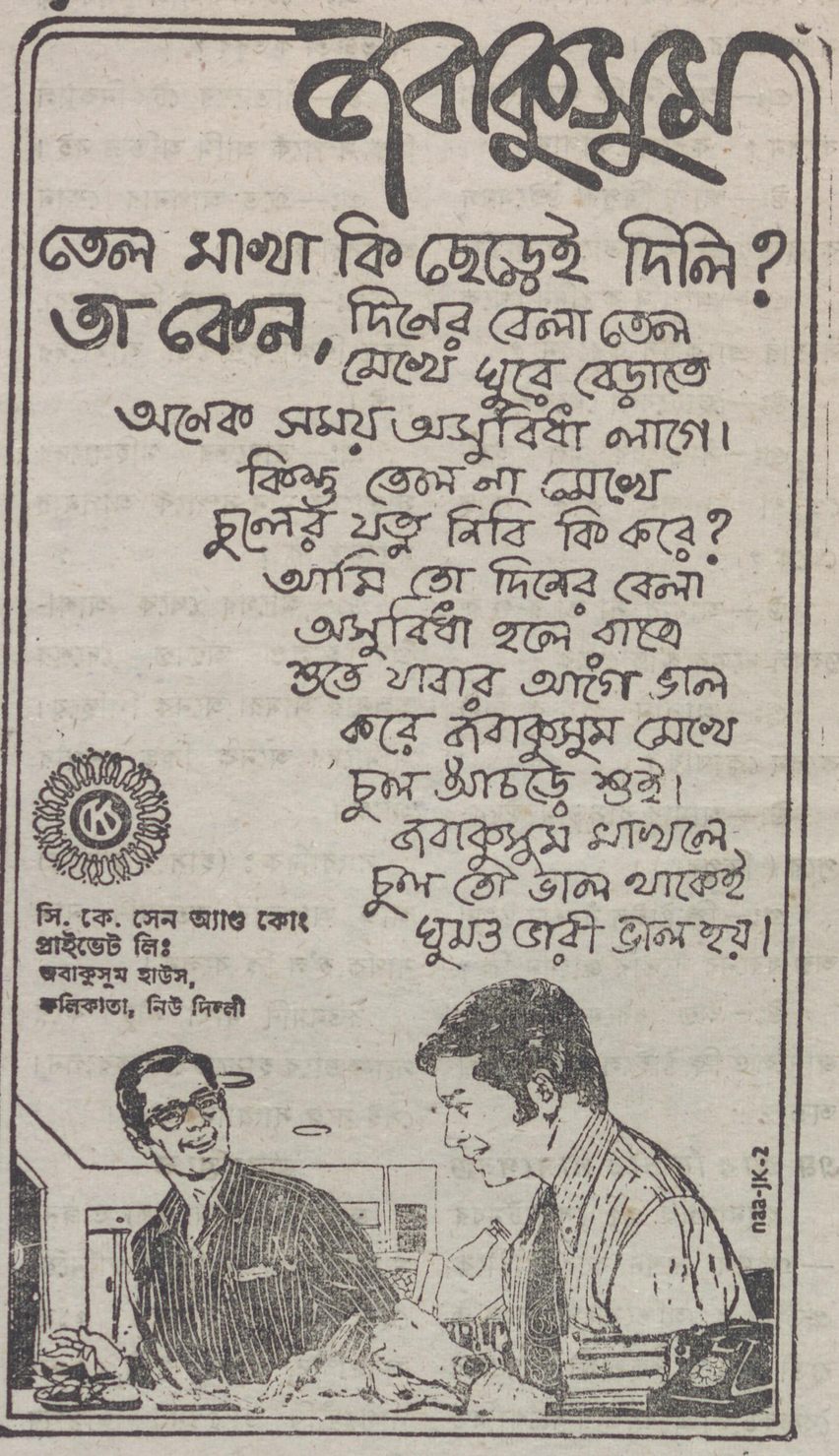

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ ৪৭
—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—
★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি
বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ
পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)